ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 2 ● Issue - 100 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৬ ● সংখ্যা ঃ ১০০ ● কলকাতা ● ২৯ চৈত্র, ১৪৩২ ● সোমবার ● ১৩ এপ্রিল ২০২৬ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

পাপ্পুর মামলায় এবার রাজ্যের এক IPS অফিসারকে তলব ইডির

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

সোনা পাপ্পু ওরফে বিশ্বজিৎ পোদ্দারের বাড়িতে সম্প্রতি তল্লাশি অভিযান চালায় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। এবার এই মামলায় আইপিএস গৌরব লালকে ইডি তলব করল।ইডির দাবি, রাজ্য ও কলকাতা পুলিশের রুজু করা বেশ কয়েকটি এফআইআর-র ভিত্তিতে সোনা পাপ্পুর বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করে তারা। সিন্ডিকেট করে টাকা নয়ছয়ের অভিযোগ রয়েছে সোনা পাপ্পুর বিরুদ্ধে। তাঁকে সমন পাঠানো

শাসকদলের একাধিক নেতার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতার ছবি সামনে এসেছে। মাস আড়াই আগে ঢাকুরিয়ার কাঁকুলিয়া রোডে গুলি, বোমাবাজির ঘটনায় নাম জড়ানোর পর থেকে বেপাত্তা তিনি। সেই

এরপর ৫ পাতায়

পর্ব 259

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

নাকি এই পাথরকে মাধ্যম বানিয়ে নিজের চিত্তশক্তি দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে নেন?

দুটো বড় পাথর ছিল। তাদের ঘসে তিনি আগুন জ্বালাতেন। সাধারণতঃ এটাও খুব কমই করতে হত কারণ প্রায়ই তাঁর গুহাতে আগুন জ্বলতেই থাকত। এক গর্ত ছিল।

ক্রমশঃ

ভর্তি চলছে

ভবানী চাইল্ড ইনস্টিটিউট

BHABANI CHILD INSTITUTE • 24 PARGANAS (SOUTH)

স্থাপিত ঃ ১৯৯৩

২০২৬ শিক্ষাবর্ষে নার্সারি শ্রেণির পঠন-পাঠন শুরু হবে ৪ঠা ডিসেম্বর, ২০২৫ বৃহস্পতিবার থেকে

আসন সংখ্যা সীমিত। অভিভাবকদের নীচের মোবাইল নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য জানানো যাচ্ছে।

ভর্তির সময় ঃ সকাল ৯টা থেকে বেলা ১টা

যোগাযোগ ঃ 9083249944 / 9083249933 / 9083249922

ধামশা-মাদলের তালে তালে অভিনব প্রচারে বিধাননগরের বাম প্রার্থী

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

রবিবাসরীয় প্রচারে বিধাননগর বিধানসভা কেন্দ্রের সিপিএম প্রার্থী সৌম্যাজিৎ রাহা। আজ (১২ এপ্রিল) ১১৬ নং বিধাননগর বিধানসভা কেন্দ্রের বামফ্রন্ট মনোনীত সিপিআইএম-এর প্রার্থীর সমর্থনে এক বর্ণাঢ্য ও উদ্দীপনাময় পথপরিক্রমার আয়োজন করা হয়।পথপরিক্রমার পুরোটা জুড়েই সাধারণ মানুষের উচ্ছ্বসিত উপস্থিতি এবং সমর্থন ছিল চোখে পড়ার মতো। মিছিলে উপস্থিত ছিলেন সোমা দাস চক্রবর্তী, রাহুল ভট্টাচার্য, রানা চ্যাটার্জী, অনুপ মিত্র, জহর ঘোষাল সহ অন্যান্য পার্টি নেতৃবৃন্দ।যেখানে শুরু থেকেই ছিল উৎসবমুখর পরিবেশ এবং কর্মী-সমর্থকদের বিপুল সমাগম। ধামশা-মাদলের তালে তালে আদিবাসী মহিলাদের অংশগ্রহণ এই পথপরিক্রমাকে এক বিশেষ মাত্রা এনে দেয়। তাদের ঐতিহ্যবাহী নৃত্য ও সুরে সুরে পুরো পরিবেশ হয়ে ওঠে প্রাণবন্ত ও আকর্ষণীয়। মিছিলটি বাঙ্গুর এলাকার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা পরিক্রমা করে যশোর রোড ধরে অগ্রসর হয় এবং শেষ হয় চিনা মন্দির প্রাঙ্গণে।

প্রচারে বেরিয়ে ভোটার তালিকার নিবিড় সংশোধন প্রক্রিয়া নিয়ে সুর চরান বিধানসভা কেন্দ্রের বাম প্রার্থী। বলেন, এই এসআইআর মানুষের নাগরিকত্ব নিয়ে বড় প্রশ্ন চিহ্ন তুলে দিয়েছে। মানুষের চিন্তায় ঘুম উড়েছে। মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। আর এটাকে মদত দিয়ে গেছে বিজেপি। যদিও নায্য ভোটারদের যাতে নাম বাদ না যায় তার জন্য যথাযথ চেষ্টা করেছে সিপিএম। এমনকি, মানুষের অধিকার নিয়েও কথা বলেছে।

মোথাবাড়িকাণ্ডে NIA- এর হাতে গ্রেফতার পঞ্চায়েত সদস্য গোলাম রব্বানি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

মোথাবাড়িকাণ্ডে এনআইএ- র হাতে প্রথম গ্রেফতার। জানা গিয়েছে, গোলাম রব্বানি নামের এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে এনআইএ। এই ব্যক্তি পঞ্চায়েত সদস্য। এনআইএ আদালতের নির্দেশে তদন্ত শুরু করেছিল ১২টি এফআইআর করে। পুলিশ যাদের গ্রেফতার করেছিল তাদের এনআইএ যাতে হেফাজতে নিতে পারে তার জন্য আদালতে পেশ করতে বলা হয়েছিল। এসআইআর- এ বিচারাধীনদের নিষ্পত্তির জন্য সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে যুক্ত করা হয়েছিল জুডিশিয়াল অফিসারদের। সেই জুডিশিয়াল অফিসারদের উপরেই নজিরবিহীন হামলা হয়েছিল মালদার মোথাবাড়িতে। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত আটকে রাখা হয় ৭ জন বিচারককে, যাদের মধ্যে ছিলেন ৩ জন মহিলাও। এরপর রাতে কেন্দ্রীয় বাহিনী গিয়ে তাঁদের উদ্ধার করে। সেই সময়েও বিচারকদের গাড়ির পিছনে ধাওয়া করা হয়। রাস্তায় গাছ, বাঁশ ফেলে আটকানোর চেষ্টা করা হয় জুডিশিয়াল অফিসারদের। এই ঘটনায় অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে এনআইএ- র উপর তদন্তভার দেয় সুপ্রিম কোর্ট। সংবিধানের ১৪২ ধারা যা দেশের সর্বোচ্চ আদালতকে বিশেষ ক্ষমতা দেয়, সেই ক্ষমতার সাহায্যে এনআইএ-কে মোথাবাড়িকাণ্ডের তদন্তভার দেয় সুপ্রিম কোর্ট। বর্তমানে জোরকদমে তদন্ত করছে এনআইএ। পুরো তদন্ত হবে সুপ্রিম কোর্টের তদারকিতে। সরাসরি সুপ্রিম কোর্টেই রিপোর্ট জমা দেবে এনআইএ।এনআইএ-এর তরফ থেকেও বেশ কয়েকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছিল। সিসিটিভি ফুটেজ দেখে বেশ কয়েকজনকে চিহ্নিত করেছিল এনআইএ। তাদের ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছিল। এরপর গোলাম রব্বানি যিনি মোথাবাড়ি এলাকার পঞ্চায়েরে সদস্য এবং আইএসএফ সদস্য বলেও জানা যাচ্ছে, তাঁকে দীর্ঘ জিজ্ঞাসাবাদের পর মোথাবাড়িতেই গ্রেফতার করা হয়েছে।

এই ব্যক্তিকে গ্রেফতারের দুটো কারণ এনআইএ সূত্রে জানা গিয়েছে। প্রথমত, গত ১ এপ্রিল মালদার মোথাবাড়িতে যেখানে বিচারকদের উপর হামলা হয়েছিল এবং তাঁদের দীর্ঘক্ষণ আটকে রাখা হয়েছিল ও পরে রাতে তাঁদের উদ্ধারের সময়েও যে ধাওয়া করা হয়েছিল, রাস্তায় গাছ, বাঁশ ফেলে আটকানোর চেষ্টা হচ্ছিল, এই ঘটনায় যারা যুক্ত বলে সন্দেহ করা হচ্ছে তাদের মধ্যে অন্যতম একজন এই গোলাম রব্বানি। দ্বিতীয়ত ঘটনার দিন, ওই এলাকায় যে জমায়েত হয়েছিল সেখানে যাঁরা এসেছিলেন তাঁরা নাম বাদ যাওয়ার পরেই এসেছিলেন নাকি অন্য কোনও বিষয় ছিল, কারা তাঁদের নিয়ে এসেছিল - সবকিছু জানতেই জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল গোলাম রব্বানিকে। দীর্ঘক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদের পর তার বয়ানে অসঙ্গতি থাকায় এই ব্যক্তি গ্রেফতার করেছে এনআইএ।

সোমবার একটা কেসের ডেট রয়েছে', সবপক্ষকে সতর্কবার্তা দিলেন মমতা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

এসআইআর পর্বে বিপুল বৈধ ভোটারের নাম বাদ গিয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। আর তা নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে মামলা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তারপরই জট কাটাতে বিচারবিভাগীয় অফিসারদের নির্দেশ দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। ওই পর্বে মোট ৬০ লাখ বিচারাধীন ভোটারের মধ্যে ৩৩ লাখের নাম উঠেছে বলে দাবি করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।এছাড়া মুখ্যমন্ত্রীর আশঙ্কা, রবিবার মধ্যরাত থেকেই শুরু হবে 'অপারেশন'। তাই দলীয় কর্মী-সমর্থক ও প্রার্থীদের প্রচারে আরও জোর দেওয়ার কথা বলেছেন তিনি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সতর্ক করে বলেন, 'ইভিএম নিয়ে খুব সাবধান। এদের প্ল্যান স্লো ভোটিং। স্লো কাউন্টিং। প্রথমে দেখাবে বিজেপি জিতছে। অনেককে গ্রেফতার করার চেষ্টা করছে। আজ মধ্যরাত থেকে অপারেশন শুরু হবে। খবর আমরাও পাই। টিভিতে যদি দেখায় ওরা জিতছে, মিথ্যে বলছে। আমরাই জিতব। কোনও ক্ষমতা নেই, আমাদের হারাবে। আমরাই জিতব। অ্যাকাউন্ট নম্বর দিলে যেটুকু টাকা আছে তুলে নেবে। আর কালো টাকা ঢুকিয়ে দেবে। তারপর ইডি, সিবিআই পাঠিয়ে দেবে। বাইরে অনেক শত্রু ঘুরে

এরপর ৩ পাতায়

(২ পাতার পর)

সোমবার একটা কেসের ডেট রয়েছে', সবপক্ষকে সতর্কবার্তা দিলেন মমতা

বেড়োচ্ছে। আমার নাম করে বললেও শুনবেন না।'সুতরাং বাকি রয়েছে ২৭ লাখ বিচারাধীন ভোটারের নাম ওঠা ভোটার তালিকায়। এই ভোটারদের বিষয়টি নিষ্পত্তি হলেও ওই ভোটারদের নাম কি ভোটার তালিকায় উঠবে? কাঁদের ভবিষ্যৎ কী হবে? এই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। তাই বাঁকুড়ার ওন্দার নির্বাচনী জনসভা থেকে সবপক্ষকে সতর্ক করলে তৃণমূল সুপ্রিমো। কারণ আগামীকাল সোমবার এই নিয়ে মামলা রয়েছে শীর্ষ আদালতে।

এদিকে বিধানসভা নির্বাচনের আগে এসআইআর যে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রধান অস্ত্র সেটা আবার মনে করিয়ে দিলেন তৃণমূলনেত্রী। শীর্ষ আদালতের নির্দেশ মেনে ২৮ ফেব্রুয়ারি পশ্চিমবঙ্গে প্রথম দফার চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করে নির্বাচন কমিশন। তাতে বাতিল করা হয়েছে আরও ৫ লক্ষ ৪৬ হাজার ৫৩ জনের নাম। অর্থাৎ, ২০২৫ সালের তালিকার নিরিখে বাদের খাতায় মোট ৬৩ লক্ষেরও বেশি ভোটার। এমনকী ৬০ লক্ষ ভোটার 'বিচারাধীন' থেকে যায় (অ্যাডজুডিকেশন)। তার মধ্যে ৩৩ লাখের নাম উঠেছে। এখনও নাম ওঠা বাকি রয়েছে ২৭ লাখ। আজ ওন্দা থেকে তাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সতর্কবার্তা, 'আগামীকালও একটা কেস রয়েছে। প্রতিটা ভোট খতিয়ে দেখতে হবে।'

অন্যদিকে প্রথম দফার ভোট হবে ২৩ এপ্রিল। সেই ভোটার তালিকা ফ্রিজ করে দেওয়া হয়েছে। সেখানে নিষ্পত্তি হওয়া ভোটারদের নাম সংযোজন হবে কিনা সেটা সোমবারের শুনানিতে সিদ্ধান্ত নেবে সুপ্রিম কোর্ট। আর তাই এই বিষয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, 'আগামীকালও একটা কেসের ডেট রয়েছে। প্রতিটা ভোট খতিয়ে দেখতে হবে। একটা ভোটও বিজেপিকে দেবেন না। কেউটে বিষধর সাপের থেকেও ভয়ঙ্কর বিজেপি। ওরা পারে না এমন কোনও কাজ নেই। গিরগিটির মতো রং বদলায়। অনুপ্রবেশের ভোটে তুমি জিতেছো তোমার পদত্যাগ করা উচিত। বৈধ ভোটারদের নাম বাদ দিয়ে সোনার বাংলা গড়বে বলছে।'

(১ম পাতার পর)

পাপ্পুর মামলায় এবার রাজ্যের এক IPS অফিসারকে তলব ইডির

হলেও হাজিরা দেননি বলে ইডির দাবি। তবে খুঁজে পাওয়া না গেলেও বিভিন্ন সময় সোশ্যাল মিডিয়ায় 'লাইভে' এসে নানা দাবি করছেন সোনা পাপ্পু। এই পরিস্থিতিতে সোনা পাপ্পুর মামলায় এবার আইপিএস গৌরব লাল ও ব্যবসায়ী জয় কামদারকে তলব করল ইডি।আইপিএস গৌরব লাল কলকাতা পুলিশের ডেপুটি কমিশনার ছিলেন। এখন তিনি হাওড়া সিটি পুলিশের যুগ্ম কমিশনার সদর পদে রয়েছেন। আগামিকাল সিজিও কমপ্লেক্সে তলব করা হয়েছে তাঁকে। ইডির দাবি, আর্থিক লেনদেনের সূত্র ধরে এই আইপিএস-কে তলব করা হয়েছে।

শুধু আইপিএস গৌরব লাল নন, আগামিকাল সিজিও কমপ্লেক্সে ডাকা হয়েছে ব্যবসায়ী জয় কামদারকেও। গত ১ এপ্রিল সোনা পাপ্পুর বাড়িতে তল্লাশি চালিয়েছিল ইডি। ওইদিনই সোনা পাপ্পু ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ী জয় কামদারের বাড়িতেও তল্লাশি চালানো হয়। সেই তল্লাশিতে ওই ব্যবসায়ীর বাড়ি থেকে প্রায় দেড় কোটি টাকা উদ্ধার হয়েছিল।

গত ১ এপ্রিল ওই তল্লাশির সময় সোনা পাপ্পুর ব্যবহার করা একটি ফরচুনার গাড়ি বাজেয়াপ্ত করা হয়। একটি রিভলবারও বাজেয়াপ্ত করা হয় ওইদিন। ইডি সূত্রে খবর, সেই অস্ত্র পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

কাশ্মীর থেকে নিয়ে আসা হল নিরাপত্তা বাহিনীর বিশেষ গাড়ি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বেজে গিয়েছে নির্বাচনের দামামা। আর সেই আবহেই নিরাপত্তা আরও বাড়াতে এবার কাশ্মীর থেকে নিয়ে আসা হল নতুন ধরনের, অত্যাধুনিক এক গাড়ি। একে বলা হয় মিডিয়াম বুলেটপ্রুফ ভেহিকেল। মূলত যে সব জায়গায় অশান্তি খুব বেশি, সেখানে অভিযান চালাতেই এই ধরনের যানবাহন ব্যবহার করা হয়।উল্লেখ্য, পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনে আসছে আরও বেশি কেন্দ্রীয় বাহিনী। জানা গিয়েছে, আরও ১৫০ কোম্পানি বাড়তি বাহিনী আসছে পশ্চিমবঙ্গে। এবারে নিরাপদে ভোট করাতে তৎপর নির্বাচন কমিশন। আর তাই বিধানসভা নির্বাচনের আগে পশ্চিমবঙ্গে আসছে আরও ১৫০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী। অর্থাৎ ভোটের সময় আগের ২৪০০ কোম্পানির সঙ্গে আরও ১৫০ কোম্পানি

এরপর ৪ পাতায়

জোকায় তৈরি ট্রাইবুনাল, পরিদর্শনে বিচারপতিরা! খুব তাড়াতাড়িই শুরু হতে পারে কাজ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ছাব্বিশের বিধানসভা ভোটের আগে রাজ্যের কয়েক লক্ষ মানুষের ভোটাধিকার নিয়ে যখন চরম অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে, ঠিক তখনই তৎপরতা শুরু হল বিচারবিভাগীয় স্তরে। দক্ষিণ শহরতলীর জোকায় ডায়মন্ড হারবার রোডের পাশেই 'ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ওয়াটার অ্যান্ড স্যানিটেশন' প্রতিষ্ঠানে বসতে চলেছে বহু প্রতীক্ষিত ট্রাইবুনাল ।জোকায় ট্রাইবুনালের কাজ শুরু হওয়া এখন সময়ের অপেক্ষা। বিচারপতিরা সেন্টারটি খুঁটিয়ে দেখে দ্রুত কাজ শুরুর ইঙ্গিত দিয়েছেন। এখন সকলের নজর সোমবারের সুপ্রিম কোর্টের রায়ের দিকে। ৯১ লক্ষ মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার কি ফিরে আসবে? নাকি আইনি মারপ্যাঁচে তাঁরা ব্রাত্যই থেকে যাবেন - তার উত্তর মিলবে সোমবার।সূত্রের খবর, ট্রাইবুনাল গঠনের প্রক্রিয়া এখন চূড়ান্ত পর্যায়ে। তিন-চার দিনের মধ্যেই সেখানে পুরোদমে কাজ শুরু হয়ে যাবে। তার আগে ট্রাইবুনাল সেন্টার পরিদর্শনে গিয়েছেন বিচারপতিরা।

কমিশন সূত্রে খবর, ১৯ জন জুডিসিয়াল অফিসার থাকছেন। তাদের জন্য ৩ জন এডিএম র‍্যাঙ্কের অফিসার রাখা হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের তরফে যা যা পরিকাঠামো ট্রাইব্যুনালের জন্য করা দরকার ছিল তাই ইতিমধ্যে করা হয়েছে। জুডিশিয়াল অফিসাররা চাইলেই কাল থেকে কাজ শুরু করতে পারবেন।

এরপর ৬ পাতায়

সম্পাদকীয়

অনুপ্রবেশ ইস্যুতে সরব মোদি, পাল্টা দিলেন মমতাও

হাতে আর সময় নেই, কয়েকদিন পরেই বঙ্গ ভোটের প্রথম দফা। আর এর আগে বাংলায় এসে বিজেপির হয়ে ভোট প্রচারের ময়দানে নেমে পড়লেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। শনিবার কাটোয়াতে জনসভা করেন তিনি। এই সভা থেকে 'অনুপ্রবেশ' ইস্যু নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসকে কড়া ভাষায় আক্রমণ শানালেন প্রধানমন্ত্রী।উল্লেখ্য, বাংলার মানুষকে সমস্যায় ফেলছে বহিরাগতরা, এমন দাবি করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।' 'বিজেপি চায় পশ্চিমবঙ্গকে অনুপ্রবেশমুক্ত রাখতে, কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চান অনুপ্রবেশকারীদের এখানে রাখতে।' 'অনুপ্রবেশকারীরা গরিব মানুষদের রোজগার নষ্ট করছে।' 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চান না, অনুপ্রবেশকারীদের তাড়ানো হোক।' 'ভোটের পর এক এক জন অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করে তাড়ানো হবে বাংলা থেকে।'বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গে বাঙালিদের মাইনরিটি হতে দেব না'।

পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভার ভোটে 'অনুপ্রবেশ' যে একটা বড় ইস্যু হয়ে দাঁড়াচ্ছে তা একেবারে স্পষ্ট। প্রচারে বার বার অনুপ্রবেশ ইস্যু নিয়ে সরব হচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী। শুধু প্রধানমন্ত্রী না, অমিত শাহও একই বার্তা দিয়েছেন বার বার। প্রধানমন্ত্রী শনিবারের জনসভা থেকে হুঙ্কার দিয়ে বলেন, 'অনুপ্রবেশকারীদের সরকার চলতে দেবেন?' 'পশ্চিমবঙ্গে বাঙালিদের মাইনরিটি হতে দেব না'। এই মন্তব্যের পাল্টা দিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'সবাই অনুপ্রবেশকারী হলে কাদের ভোটে জিতলেন মোদি?'

সভা থেকে প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেন, "BJP সরকার পশ্চিমবঙ্গকে একটা বড় সমস্যা থেকে মুক্তি দিতে চায়। যারা ভারতে অনুপ্রবেশকারী তাদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে। আমি সব অনুপ্রবেশকারীদের বলব, নিজের জিনিসপত্র বেঁধে নিন। শুধু এটা নয়, যারা অনুপ্রবেশকারীদের এনেছে, নকল কাগজ বানিয়েছে, এখানকার সরকারি সুবিধা পাইয়ে দিয়েছে, তাদের সবার হিসেব হবে।"

মোদির মন্তব্যের পাল্টা দিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, " SIR করে প্রায় ৯০ লক্ষের নাম বাদ দিয়েছে। ভোটের আগে করার কী দরকার ছিলো? সবাই যদি অনুপ্রবেশকারী হয়, তবে মোদি জি তুমি কাদের ভোটে জিতেছো? এই লিস্টেই জিতেছো, যেখান থেকে ৯০ লক্ষ নাম বাদ দিয়েছো। তবে তুমি কেন পদত্যাগ করবে না? অমিত শাহ, তুমি কেন পদত্যাগ করবে না? তোমাদের সরকার কেন পদত্যাগ করবে না? বাংলায় ভোটে জিততে পারবেনা বলে লোকের উপর হামলা করছে।"

সুন্দরবনবাসির রক্ষাকর্তা বনের মা বনবিবি দেবী

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(শেষ পর্ব)

রায়ের অধীনস্থ ভাটির দেশের রাজা ছিলেন ব্যাঘ্ররূপী অপদেবতা দক্ষিণ রায়। তিনি ছিলেন সুন্দরবনের একছত্র অধিপতি। তিনি বনবিবির বশ্যতা মেনে নেন না। তাঁর অত্যাচার থেকে সুন্দরবনের মানুষদেরকে বাঁচানোর জন্য স্বর্গ থেকে আদেশ আসে মা বনবিবির কাছে। তাঁর সঙ্গে বনবিবির একাধিক যুদ্ধ হয়। দক্ষিণ রায় প্রতিটি যুদ্ধে পরাজিত হয়ে বনবিবির সঙ্গে সন্ধি করতে বাধ্য হন।

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(৩ পাতার পর)

কাশ্মীর থেকে নিয়ে আসা হল নিরাপত্তা বাহিনীর বিশেষ গাড়ি

কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকবে ময়দানে। আর এই গাড়ি এবার এসে পৌঁছেছে শহর কলকাতা সহ রাজ্যের একাধিক জায়গায়। জানা গিয়েছে নির্বাচনের সময় এই মিডিয়াম বুলেটপ্রুফ ভেহিকেল ব্যবহার করবে বাহিনী।এই গাড়ি সম্পূর্ণ বুলেটপ্রুফ গাড়ি। এর কাচ বেড় করেও গুলি ভিতরে ঢুকতে পারবে না, জানা যায় এমনই। আবার এই গাড়ির গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্সও দারুণ। দেশের যে কোনও টেরেনে চলতে সক্ষম এই গাড়ি। এ ছাড়াও এই গাড়িতে রান ফ্ল্যাট টায়ারের সুবিধাও রয়েছে। ফলে, গাড়ির চাকায় হাওয়া না থাকলেও এই গাড়ি অনেকটা চলে যেতে পারে।

এই গাড়ির ভিতরে ১২ জন পর্যন্ত বসতে পারবে। এ ছাড়াও এই গাড়ির বুলেট প্রুফ কাচ ও এই গাড়ির বাইরের দিকে লাগানো ক্যামেরা গাড়ির নিরাপত্তাকে কয়েক গুণ বাড়িয়ে দেয়। ফলে, বাইরে কোন জায়গায় কী পরিস্থিতি, সেটা গাড়ির ভিতরে বসেই নজরে রাখা যাবে।

কোনও জায়গায় বিরাট কোনও ঝামেলা হলে সেখানে এই গাড়ি পৌঁছে যাবে। আর সেখানে যদি ইট মারা হয় বা গুলি চলে তাহলে গাড়ির ভিতরে থাক কেন্দ্রীয় বাহিনী নিরাপদে গাড়ির মধ্যে থাকতে পারবে। এই গাড়ি রাজ্যের একাধিক জায়গায় নিয়ে আসা হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের তরফে থেকে বলা হচ্ছে, নির্বাচনকে অবাধ ও শান্তিপূর্ণ করতে চাইছে তারা। আর সেই কারণেই এরই মধ্যে রাজ্যে এসে গিয়েছে কয়েক হাজার কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী। রাজ্যের জায়গায় জায়গায় চলছে নাকে চেকিং। তৈরি হচ্ছে কন্ট্রোল রুম। আর এবার সেই বাহিনীর নিরাপত্তার জন্য এল এমন গাড়ি।

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

আদিত্য নামের বেদগোষ্ঠীর তালিকা ঋগ্বেদে সর্বত্রই অভিন্ন নয়; কিন্তু এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই যে মিত্র বরুণ প্রভৃতি প্রাচীন দেবতারাও তার অন্তর্ভুক্ত। এমনকি ইন্দ্রও কখনও কখনও আদিত্য বলে উল্লিখিত।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

গ্রাম্য সংস্কৃতি চরক পূজা বা নিলবাতি গ্রাম্য শূন্যতা রূপ নিয়েছে

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

মানুষ জন্মের পর হতে নির্দিষ্ট নিয়ম শৃঙ্খলার মধ্যে লালিত পালিত হয়।ছোট থেকে দেখতে দেখতে বড় হয় তার ধর্মভিত্তিক কৃষ্টি-কালচার ও সংস্কৃতি মেলবন্ধন নিয়ে। ইনফর্মেশন টেকনোলজির যুগে বিশ্বের মানুষকে এতটা অসহায় দেখতে হবে স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি কেউ।অলিখিত তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের মানুষ সম্মুখিন হয়েছে, আর এই বিশ্ব যুদ্ধে টেকনোলজিকে কাজে লাগিয়েছে চীনের মানুষ এমনটাই অভিমত সবার।তবে এসব কথার সত্য মিথ্যার প্রমাণ আজও হয়নি ,তেমনি তথ্য আজও কেউ জোগাড় করতে পারেনি। শুধুমাত্র কথার কথা মানুষের মুখে মুখে শোনা যাচ্ছে। করোনা যুদ্ধেই বিশ্বের মানুষ জয়ী হবে একদিন, তবে এই ভাইরাসে চীন দেশের মানুষের শরীরে কিভাবে এর রহস্য উদঘাটন করা খুবই প্রয়োজন তেমনি টা করছে বিশেষজ্ঞমহল।তেমনি কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে সারা বিশ্বের মানুষ তবুও আমি একটু হতাশ নয়, এই সময়ে আমার ছোটবেলার স্মৃতি স্মরণ ঘটছে চৈত্র মাসের সময়কালের। মা বলতেন শিবের আরাধনা করে আমি পেয়েছি তোকে, ছোটবেলা গলায় উত্তরী নিয়ে তারকেশ্বর পুকুরে ঝাঁপ খেতে হয়েছিল, বাড়িতে ফিরে এসে এক বেলা আতপ চালের ভাত খেয়ে থাকতে হতো, পুরোপুরি ব্রহ্মচর্য পালন করতে হয়েছে ।কাঁটাঝোপ এরপর নীল বাতি জ্বালিয়ে ডাল ভাত খাওয়া আর চড়ক মেলা উপভোগ করাটাই ছিল ছোটবেলা আনন্দ।চড়ক মেলা শেষ না হতে নববর্ষের সূচনা পহেলা বৈশাখ পালিত হতো বাঙ্গালীদের প্রতিটি ঘরে ঘরে।আজ আমার কলমে সেই নীল পুজো বা চড়ক পুজোর ইতিকথা ইতিবৃত্ত হচ্ছে।হিন্দু ধর্ম মতে চৈত্র মাসের শেষ থেকে বৈশাখ মাসের প্রথম পর্যন্ত ভক্তরা মহাদেব শিবঠাকুরের আরাধনা করতে থাকেন। মহাদেবের সন্তুষ্টি লাভের আশায় সপ্তাহব্যাপী নানান পূজার আয়োজন করেন তারা। ফলপূজা, কাদা পূজা, নীল পূজাসহ সপ্তাহব্যাপী বিভিন্ন পূজা পালন শেষে আয়োজন করা হয় গা শিউরে উঠা চড়ক পূজা।চরক পুজো কি, কেন আমরা পালন করি? এর আসল ইতিহাস কি এটা নিয়ে অনুসন্ধান বা গবেষণা করতে যা তথ্য আজ আমি পেয়েছি তা পরিবেশন করছি।পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ লোকোৎসব চড়ক পূজা। চৈত্রের শেষ দিনে এ পূজা অনুষ্ঠিত হয় এবং বৈশাখের প্রথম দু-তিন দিনব্যাপী এ পূজার উৎসব চলে। এটি চৈত্র মাসে পালিত হিন্দু দেবতা শিবের গাজন উৎসবের একটি অঙ্গ। উৎসবকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন স্থানে মেলা বসে, যা চড়ক সংক্রান্তির মেলা নামে পরিচিত।মূলত এই পুজোতে শিব ঠাকুর কে পুজো করা হয় পূজারীদের দ্বারা শিব কে বলা হয় “বুড়ো শিব” । তার উপর আবার চরক বা নীল পূজা তে কোন রকম ব্রাহ্মণ এর প্রয়োজন হয় না। দেবাদিদেব মহাদেব স্বয়ং নিজের ভক্তদের পুজোতে সন্তুষ্ট হয়। যারা এই পুজোর ব্রত করেন তারা প্রায় একমাস যাবত সন্ন্যাস ব্রহ্মচারী রূপে থাকেন। তারপর চৈত্র শেষে ধুমধাম ভাবে এ পূজা অনুষ্ঠিত হয়। মূলত চরক পুজা দেখলে দেখা যায় এই পুজো ভূত প্রেত তন্ত্র মন্ত্র আদির উপর নির্ভর করে পুজো করা হয়। ব্যক্তিগতভাবে খুব অল্প বয়স থেকে আমি এই পুজো প্রত্যক্ষভাবে দেখে এসেছি আমার বাড়ির পাশে এই পুজো প্রতিবছরই অনুষ্ঠিত হতো এবং মেলাও লাগতো দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং দুই নম্বর ব্লকের মৌখালীতে।বাংলার প্রতিটি জেলার গ্রাম গঞ্জে এরকম বিভিন্ন স্থানে চড়ক পূজা হত,দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার আঠারোবাকি অঞ্চলের হেদিয়া গ্রামে চড়ক পূজা হতো কিন্তু আজ সেটা বিলুপ্ত হয়ে গেছে।বাংলার লকডাউন বাড়ার ফলে সমস্ত চড়কপূজা স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে, রীতি-রেওয়াজ মেনে কোথাও কোথাও হয়তো পুজোটি হবে কিন্তু মেলায় হওয়ার সম্ভাবনা কোনমতে নেই সরকারিভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা আছে।একসঙ্গে পাঁচ জন একত্রিত হওয়া এই মুহূর্তে সম্ভব নয়, ফলে করোনাভাইরাস এ মানুষের কৃষ্টি-কালচারের থাবা ফেলে দিয়েছে। চৈত্র মাসের ঝা ঝা রোদে গ্রাম গঞ্জের প্রতিটি পাড়া যেন করছে নিস্তব্ধ, কোথাও আনন্দ-উৎসব নেই ।কোথাও যেন একটা হাঁফ ছেড়ে বাঁচা লড়াই গ্রামের মানুষও সজাগ। সনাতন হিন্দু ধর্মের মানুষের পূজা-পার্বণ যেন আজ নিশিতে নিভৃতে কোথাও যেন কাঁপছে, প্রায় 200 বছর আগে মনীষীদের কথা স্মরণ ছাড়া গতি নাই।আজ যেন তেমন মনীষী দেখা পেলে না, স্বামী বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণ পর তেমন কোনো মনীষী বাংলার মাটিতে আবির্ভাব কি হয়নি? তেমনি কোন ইতিহাস এখনো পর্যন্ত নেই! তবে বাংলার চড়ক পূজার ইতিহাস আধুনিকতার বেড়াজালে আজ বাঙালি হিন্দু নিজের লোকসংস্কৃতি উৎসব হারিয়ে ফেলতে চলেছে। চরক বানীল পুজার ইতিহাস বোলতে গেলে তেমনি একটি লোক সংস্কৃতি উৎসব গ্রাম বাংলাতে আজও দেখা যায়। বিশেষ করে উত্তর বঙ্গ, আসাম, দক্ষিণ বঙ্গের, উত্তর ২৪ পরগনা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পুরুলিয়া ইত্যাদি অঞ্চলে এই উৎসবের প্রাধান্যতা দেখা যায়। একটু ভাল ভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে অঞ্চলগুলো মূলত কৃষিপ্রধান সেখানেই চড়কপূজা উৎসব হিসেবে পালিত হয়ে আসছে। বাংলার প্রাচীন কৃষিভিত্তিক সমাজব্যবস্থার শরীরে প্রবেশ করতে হলে এরকম উৎসবগুলোকে মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করলেই কেবল লৌকিক বাংলার আদিরূপ দেখা সম্ভব হবে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় একবার নীল পূজা কবে বা কখন কোথার থেকে শুরু হয়েছিল তা ইতিহাসে কোন কিছু পাওয়া যায়নি। তবেই আমার দেখা দেখা ও জানার ইতিহাস গুলো আজ লিপিবদ্ধ করে যেতে চাই।চৈত্রের শেষ দিনে এ পূজা অনুষ্ঠিত হয় এবং বৈশাখের প্রথম দু-তিন দিনব্যাপী চড়ক পূজার উৎসব চলে। লিঙ্গপুরাণ, বৃহদ্ধর্মপুরাণ এবং ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে চৈত্র মাসে শিবারাধনা প্রসঙ্গে নৃত্যগীতাদি উৎসবের উল্লেখ থাকলেও চড়ক পূজার উল্লেখ নেই। পূর্ণ পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত গোবিন্দানন্দের বর্ষক্রিয়াকৌমুদী ও রঘুনন্দনের তিথিতত্ত্বেও এ পূজার উল্লেখ পাওয়া যায় না। উচ্চ স্তরের লোকদের মধ্যে এ অনুষ্ঠানের প্রচলন খুব প্রাচীন নয়। তবে পাশুপত সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রাচীনকালে এ উৎসব প্রচলিত ছিল।চড়ক পূজা কবে কিভাবে শুরু হয়েছিল তার সঠিক ইতিহাস জানা যায়নি। তবে জনশ্রুত রয়েছে, ১৪৮৫ খ্রিস্টাব্দে সুন্দরানন্দ ঠাকুর নামের এক রাজা এই পূজা প্রচলন করেন। রাজ পরিবারের লোকজন এই পূজা আরম্ভ করলেও চড়কপূজা কখনও রাজ-রাজড়াদের পূজা ছিল না। এটি ছিল হিন্দু সমাজের লোকসংস্কৃতি। পূজার সন্ন্যাসীরা প্রায় সবাই হিন্দু ধর্মের কথিত নিচু সম্প্রদায়ের লোক। তাই এ পূজায় এখনও কোন ব্রাহ্মনের প্রয়োজন পড়ে না।

এ পূজার অপর নাম নীল পূজা। গম্ভীরাপূজা বা শিবের গাজন এই

এরপর ৬ পাতায়

(৫ পাতার পর)

গ্রাম্য সংস্কৃতি চরক পূজা বা নিলবাতি গ্রাম্য শূন্যতা রূপ নিয়েছে

চড়কপূজারই রকমফের। চড়ক পূজা চৈত্রসংক্রান্তিতে অর্থাৎ চৈত্র মাসের শেষ দিবসে পালিত হয়। আগের দিন চড়ক গাছটিকে ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করা হয়। এতে জলভরা একটি পাত্রে শিবের প্রতীক শিবলিঙ্গ রাখা হয়, যা পূজারিদের কাছে 'বুড়োশিব' নামে পরিচিত। পতিত ব্রাহ্মণ এ পূজার পুরোহিতের দায়িত্ব পালন করেন। পূজার বিশেষ বিশেষ অঙ্গ হলো কুমিরের পূজা, জ্বলন্ত অঙ্গারের ওপর হাঁটা, কাঁটা আর ছুঁড়ির ওপর লাফানো, বাণফোঁড়া, শিবের বিয়ে, অগ্নিনৃত্য, চড়কগাছে দোলা এবং দানো-বারানো বা হাজারা পূজা করা।

এই সব পূজার মূলে রয়েছে ভূতপ্রেত ও পুনর্জন্মবাদের ওপর বিশ্বাস। এর বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্রাচীন কৌমসমাজে প্রচলিত নরবলির অনুরূপ। পূজার উৎসবে বহু প্রকারের দৈহিক যন্ত্রণা ধর্মের অঙ্গ বলে বিবেচিত হয়। চড়কগাছে ভক্ত বা সন্ন্যাসীকে লোহার হুড়কা দিয়ে চাকার সঙ্গে বেঁধে দ্রুতবেগে ঘোরানো হয়। তার পিঠে, হাতে, পায়ে, জিহ্বায় এবং শরীরের অন্যান্য অঙ্গে বাণ শলাকা বিদ্ধ করা হয়। কখনো কখনো জ্বলন্ত লোহার শলাকা তার গায়ে ফুঁড়ে দেওয়া হয়। ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার আইন করে এ নিয়ম বন্ধ করলেও গ্রামের সাধারণ লোকের মধ্যে এখনো তা প্রচলিত আছে।সে কারণেই

চড়ক পূজায় পিঠে বাণ ফুড়িয়ে চড়ক গাছের সঙ্গে বাশঁ দিয়ে তৈরি করা বিশেষ এক ধরনের চড়কায় ঝুলন্ত দড়ির সঙ্গে পিঠের বড়শি বেঁধে দেওয়া হয়। তখন বাণ বিদ্ধ সন্ন্যাসীরা শূণ্যে ঝুলতে থাকেন। রাতে নীল পূজার পর সন্ন্যাসীরা উপোস থাকেন। পরদিন বিকেলে এ চড়ক পূজা শেষেই উপোস ভাঙেন তারা।

চড়ক পূজার শুরুতে শিবপাঁচালী পাঠক মন্ত্রপড়া শুরু করলে সন্ন্যাসীরা শিবধ্বনি দিতে দিতে নদীতে স্নান করতে যান। স্নান শেষ করে মাটির কলসি ভরে জল আনেন তারা। এরপর চড়ক গাছের গোড়ায় গোল হয়ে দাঁড়ান সন্ন্যাসীরা। আবার শিবপাঁচালী পাঠ করতে থাকেন বালা (শিবপাঁচালী পাঠক)। সন্ন্যাসীরা চড়ক গাছে জল ঢেলে প্রমাম করে চলে যান ফাঁকা জায়গায়। সেখানেই তাদের বাণবিদ্ধ করা হয়। সন্ন্যাসীরা নিজের শরীর বড়শিতে বিঁধে চড়কগাছে ঝুলে শূণ্যে ঘুরতে থাকেন। আবার সন্ন্যাসীর আর্শীবাদ লাভের আশায় শিশু সন্তানদের শূন্যে তুলে দৈন অভিভাবকরা। সন্ন্যাসীরা ঘুরতে ঘুরতে কখনও কখনও শিশুদের মাথায় হাত দিয়ে আর্শীবাদ ও করেন। এ অবস্থায় একহাতে বেতের তৈরি বিশেষ লাঠি ঘুরাতে থাকেন আর অন্য হাতে দর্শনার্থীদের উদ্দেশ্যে বাতাসা ছেটান এই ঝুলন্ত সন্ন্যাসীরা। তাদের বিশ্বাস জগতে যারা শিব ঠাকুরের সন্তুষ্টি লাভের জন্য স্বেচ্ছায় এত কঠিন আরাধনার পথ বেছে নিয়েছেন বিনিময়ে পরলোকে শিবঠাকুর তাদের স্বর্গে যাওয়ার বর দেবেন।চৈত্র সংক্রন্তির ১৫ অথবা ৭ দিন আগ থেকে শুরু হয় চড়কের প্রস্তুতি। উৎসবের আমেজ শুরু হয় গ্রামের বারোয়ারি তলায়, শ্মশানে কিংবা গৃহস্থ বাড়ির আঙিনায়। যেখানে আর যেভাবেই এই উৎসব উপস্থাপিত হোক না কেন এর মূল আবহ জুড়ে থাকে কৃষি দেবতা শিবের আবাহন। শিবই এই উৎসবের মুখ্য। তাই শিবকে সন্তুষ্ট করাই পূজারীদের উদ্দেশ্য। বাংলাদেশের রংপুর, দিনাজপুর, পঞ্চগড়, নীলফামারী, বগুড়া, রাজশাহী, নওগাঁ, নাটর, পাবনা, সিরাজগঞ্জ, ঝিনাইদহ, কুষ্টিয়া, যশোর, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, খুলনা প্রভৃতি জেলায় চড়ক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। স্থানগুলো একটু ভালো করে লক্ষ করলেই দেখা যায়, বাংলাদেশের যে অঞ্চলগুলো মূলত কৃষিপ্রধান সেখানেই চড়কপূজা উৎসব হিসেবে পালিত হয়ে আসছে। বাংলার প্রাচীন কৃষিভিত্তিক সমাজব্যবস্থার শরীরে প্রবেশ করতে হলে এরকম উৎসবগুলোকে মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করলেই কেবল লৌকিক বাংলার আদিরূপ দেখা সম্ভব হবে।

বৈশাখী উৎসবে নিজেকে রঙ্গিয়ে নিবে বাঙালি জাতি। চৈত্র মাসের শেষ দিনটিতে ফেলা আসা বছরের হিসাবের খাতাকে লোকাচার-পার্বণে বিদায় জানানো হবে। নতুন করে উদ্যোম ও মঙ্গল প্রত্যাশায় নতুন বছর কে স্বাগত জানাতে প্রস্তত হবে বাঙালি। চৈত্র সংক্রান্তি বিশেষ লোক উৎসব। চৈত্র সংক্রান্তি প্রধানত হিন্দু সম্প্রাদায়ের উৎসব হলে ও অসাম্প্রদায়িক বাঙালির কাছে এক বৃহত্তর লোক উৎসবে পরিণত হয়েছে ক্রমে ক্রমে। চৈত্র সংক্রান্তি এখন কেবল কোন ধর্ম বা মতের মধ্যে আবদ্ধ নয় তা রুপ নিয়েছে এক সর্বজনীন বর্ণিল উৎসবে।

(৩ পাতার পর)

জোকায় তৈরি ট্রাইবুনাল, পরিদর্শনে বিচারপতিরা! খুব তাড়াতাড়িই শুরু হতে পারে কাজ

পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর প্রক্রিয়া শেষে ভোটার তালিকা থেকে প্রায় ৯১ লক্ষ নাম বাদ গিয়েছে। নির্বাচন কমিশনের নিয়ম অনুযায়ী, প্রথম ও দ্বিতীয় দফার ভোটার তালিকা ইতিমধ্যেই 'ফ্রিজ' বা অপরিবর্তিত করে দেওয়া হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে যাঁদের নাম তালিকা থেকে বাদ পড়েছে, তাঁদের আবেদন পুনর্বিবেচনা করবে এই ট্রাইবুনাল। তবে বড় প্রশ্ন হল, ট্রাইবুনাল যদি কারও নাম বৈধ বলে ঘোষণা করে, তবে কি তাঁরা এই বিধানসভা নির্বাচনে ভোট দিতে পারবেন? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে এখন রাজ্যজুড়ে তোলপাড় চলছে।

এই আইনি জটিলতা এবার পৌঁছেছে দেশের শীর্ষ আদালতে। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের বেঞ্চ জানিয়েছে, সোমবার এই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। এক আইনজীবীর আবেদনের প্রেক্ষিতে আদালতের পর্যবেক্ষণ, ভোটাধিকার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। সোমবারই স্পষ্ট হবে যে, ট্রাইব্যুনালে পাশ হওয়া ভোটাররা ২০২৬-এর নির্বাচনে বুথমুখী হতে পারবেন কি না।

নির্বাচন কমিশনের দেওয়া পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করলে এক ভয়াবহ চিত্র উঠে আসছে। এসআইআর প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার সময় রাজ্যে মোট ভোটার ছিলেন ৭ কোটি ৬৬ লক্ষ ৩৭ হাজার ৫২৯ জন। খসড়া তালিকা প্রকাশের সময় এক ধাক্কায় ৫৮ লক্ষ ২০ হাজার ৮৯৯ জনের নাম বাদ পড়ে। এরপর গত ২৮ ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত চূড়ান্ত তালিকায় আরও ৫ লক্ষ ৪৬ হাজার ৫৩ জনের নাম ছাঁটাই হয়।

তবে সবচেয়ে বড় বিতর্ক তৈরি হয়েছিল ৬০ লক্ষ ৬ হাজার ৬৭৫ জন 'বিবেচনাধীন' বা 'আন্ডার অ্যাডজুডিকেশন' ভোটারদের নিয়ে। গত সোমবার প্রকাশিত সর্বশেষ তালিকা অনুযায়ী, এই তালিকায় থাকা ২৭ লক্ষ ১৬ হাজার ৩৯৩ জনের নাম শেষ পর্যন্ত ছেঁটে ফেলা হয়েছে। সব মিলিয়ে এই সংশোধন পর্বে মোট ৯০ লক্ষ ৮৩ হাজার ৩৪৫ জনের নাম ভোটার তালিকা থেকে চিরতরে মুছে গিয়েছে।

সিনেমার খবর

শিক্ষিতদের সামনে নিজেকে 'ছোট' মনে হয় অক্ষয়ের, সরল স্বীকারোক্তি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

রুপালি পর্দায় হাজারো ভিলেনকে ধুলোবালি খাইয়ে দিলেও বাস্তব জীবনে উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিদের সামনে এক ধরনের হীনম্মন্যতায় ভোগেন বলিউড খিলাড়ি অক্ষয় কুমার। সম্প্রতি নিজের রিয়্যালিটি শো 'হুইল অব ফরচুন'-এর একটি পর্বে প্রতিযোগীদের সঙ্গে আলাপচারিতার সময় নিজের এই গোপন অনুভূতির কথা প্রকাশ্যে আনেন তিনি।

অক্ষয় জানান, অনেকসময় অনেক বেশি ডিগ্রিধারী মানুষের সামনে দাঁড়ালে তিনি নিজেকে বেশ 'ছোট' অনুভব করেন।

অনুষ্ঠানটির একটি পর্বে সোনালী নামের এক উচ্চশিক্ষিত প্রতিযোগীর ভূয়সী প্রশংসা করতে গিয়ে অক্ষয় বলেন, আমার মতো যারা খুব বেশি পড়াশোনা করার সুযোগ পায়নি, তারা আপনাদের মতো মানুষদের সামনে এলে মাঝে মাঝে খুব ছোট বোধ করে। আক্ষেপের সুরে এই অভিনেতা আরও যোগ করেন, জীবনের এই পর্যায়ে এসে তার মনে হয় যদি আরও একটু পড়াশোনা করতেন তবে হয়তো ভালো হতো। কিন্তু এখন পড়তে চাইলেও আর হয়ে ওঠে না, কারণ বইয়ের পাতায় মন বসানো তার জন্য বেশ কঠিন কাজ। মজার ছলে তিনি জানান, যখনই তিনি কোনো বই পড়তে বসেন, কেন জানি না তার চোখ দিয়ে জল চলে আসে।

পড়াশোনার প্রতি নিজের অনীহার কথা জানালেও বর্তমান প্রজন্মের কাছে অক্ষয় কুমারের বার্তাটি ছিল অত্যন্ত ইতিবাচক। তিনি সাফ জানিয়ে দেন, তার মতো কাউকে আদর্শ না মেনে বরং সোনালীর মতো উচ্চশিক্ষিত মানুষদের অনুসরণ করা উচিত। তিনি বলেন, আমি শুধু এটাই বলতে চাই যে পড়াশোনা করো, এটা অত্যন্ত জরুরি। আমাকে নয়, বরং শিক্ষিতদের অনুসরণ করো।

উল্লেখ্য, অক্ষয়ের স্ত্রী টুইঙ্কল খান্না নিজে একজন প্রতিষ্ঠিত লেখিকা এবং ২০২৪ সালে তিনি লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের গোল্ডস্মিথস থেকে ফিকশন রাইটিংয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেছেন। নিজের ঘরেই এমন শিক্ষিত স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও অক্ষয় স্বীকার করেছেন যে টুইঙ্কলের লেখা পাঁচটি বইয়ের একটিও তিনি আজ পর্যন্ত পড়ে শেষ করতে পারেননি।

প্রসঙ্গত, অক্ষয় কুমারকে আগামীতে পরিচালক প্রিয়দর্শনের 'ভূত বাংলা' সিনেমায় দেখা যাবে। এই সিনেমার মাধ্যমে দীর্ঘ ১৪ বছর পর ফিরেছে অক্ষয়-প্রিয়দর্শন জুটি। সিনেমাটিতে অক্ষয় কুমারের পাশাপাশি পরেশ রাওয়াল, রাজপাল যাদব এবং ওয়ামিকা গাব্বির মতো অভিনয়শিল্পীদের দেখা যাবে। সব কিছু ঠিক থাকলে আগামী ১০ এপ্রিল ছবিটি মুক্তি পাবে।

বিদেশ থেকে এসে বাসন মাজছেন প্রিয়াংকা?

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউড-হলিউডের জনপ্রিয় অভিনেত্রী প্রিয়াংকা চোপড়া কখন যে কোথায় থাকেন, তা বোঝা মুশকিল। প্রায় ১২ বছর হলো ভারতে থাকেন না তিনি। লস অ্যাঞ্জেলেসে সংসার পেতেছেন অভিনেত্রী। এবার প্রিয়াংকাকে দেখা গেল স্বর্ণমন্দিরে বাসন মাজতে। তার পরনে শাড়ি ও মাথায় ঘোমটা।

সম্প্রতি 'বারানসি' সিনেমার শুটিং করতে ভারতে আসেন অভিনেত্রী। এ সিনেমার শুটিং শেষ করতে আরও সাত মাস লাগবে বলে জানিয়েছেন তিনি। সেই সময় পাঞ্জাবের অমৃতসরে ঢুঁ মারেন। সেখানেই স্বর্ণমন্দিরে সেবা দেন প্রিয়াংকা চোপড়া। দেশে এসে পরোটা, ডাল মাখানি, দইসহ নানা স্বাদের খাবার খেয়েছেন, সেই ছবিও সামাজিক মাধ্যমে দেখা গেছে।

'বারানসি' সিনেমায় তার বিপরীতে জুটি হয়ে কাজ করছেন দক্ষিণী সিনেমার সুপারস্টার মহেশ বাবু। চলতি বছরের শুরুর দিকে এ সিনেমার শুটিং শুরু হয়। সেই সিনেমার প্রথম ঝলক ইতোমধ্যে সামাজিক মাধ্যমে সিনেমাপ্রেমী দর্শকদের সাড়া ফেলে দিয়েছে।

প্রিয়াংকা বলেন, আমি ভারতীয় সিনেমা পছন্দ করি। 'বারানসি' সিনেমায় কাজ করে আমি খুশি। তিনি বলেন, ১২ বছর পর ভারতীয় সিনেমায় প্রত্যাবর্তন— হিন্দি নয়, দক্ষিণী সিনেমাতে।

যদিও বলিউড ও দক্ষিণী সিনেমার জগৎ— দুইয়ের মধ্যে বেছে নিতে বলা হলে অভিনেত্রী বলেন, আমি দুটোর মধ্যে একটিকে বেছে নিতে পারবই না। আমার দুই জায়গাতেই কাজ করতে ভালো লাগে।

উল্লেখ্য, 'বারানসি' সিনেমায় অভিনয় করতে ৩০ কোটি রুপি পারিশ্রমিক নিচ্ছেন প্রিয়াংকা চোপড়া। এ সিনেমা ছাড়াও প্রিয়াংকার হাতে 'জাজমেন্ট ডে' সিনেমার কাজ রয়েছে, যা চলতি বছর মুক্তি পাওয়ার কথা। এ ছাড়া 'কৃষ ৪' সিনেমায় অভিনয় করবেন প্রিয়াংকা চোপড়া। যদিও নিশ্চিত করে নিজে কিছু বলেননি অভিনেত্রী।

পিতৃত্বকালীন ছুটির আইনি স্বীকৃতির দাবি রাঘবের, গর্বিত পরিণীতি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

সন্তান লালন-পালন কেবল মায়ের একার দায়িত্ব নয়—এই বার্তা নিয়ে ভারতের সংসদে 'প্যাটার্নিটি লিভ' বা পিতৃত্বকালীন ছুটিকে আইনি অধিকার হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার দাবি জানিয়েছেন আম আদমি পার্টির সংসদ সদস্য রাঘব চাড্ডা। তার এই মহতী উদ্যোগকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কুর্নিশ জানিয়েছেন বলিউড অভিনেত্রী ও তার স্ত্রী পরিণীতি চোপড়া।

সংসদে দেওয়া এক ভাষণের ভিডিও শেয়ার করে রাঘব চাড্ডা জানান, কেন ভারতে পিতৃত্বকালীন ছুটি বাধ্যতামূলক হওয়া প্রয়োজন। বক্তব্যে রাঘব জানান, সন্তান জন্মের পর সাধারণত সব দায়িত্ব মায়ের ওপর গিয়ে পড়ে। রাঘব মনে করেন, যত্ন নেওয়ার দায়িত্ব বাবা-মা উভয়েরই সমান।

একজন বাবাকে যেন তার নবজাতক সন্তানের যত্ন নেওয়া এবং চাকরি ধরে রাখার মধ্যে কোনো একটি বেছে নিতে না হয় সেই বিষয়টি তুলে ধরেন রাঘব। পাশাপাশি সন্তান জন্মের পর একজন নারীর শারীরিক ও মানসিক পুনরুদ্ধারের জন্য তার স্বামীর উপস্থিতি ও সমর্থন সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন বলেও জানান তিনি।

রাঘব বলেন, 'আমি সংসদে এই বিষয়টি তুলেছি কারণ যত্ন নেওয়া বাবা-মায়ের সমান দায়িত্ব। আমাদের আইনগুলোতেও তার প্রতিফলন থাকা উচিত।'

এদিকে স্বামীর এই পদক্ষেপে গর্বিত স্ত্রী পরিণীতি চোপড়া সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে লেখেন, 'আমি গর্বের সঙ্গে বলতে পারি যে, জনগণের সমস্যা সমাধানকারী এই চিন্তাশীল নেতা আমার স্বামী এবং আমার সন্তানের বাবা।'

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে পরিণীতি জানান, রাঘব নিজে একজন দায়িত্বশীল বাবা বলেই এই বিষয়টি তার কাছে অনেক বেশি ব্যক্তিগত। অভিনেত্রীর মতে, রাঘবের এই দাবির ফলে আজ সেইসব মায়েরা সাহস পাবেন যারা সন্তান জন্মের পর একাকী বোধ করেন।

উল্লেখ্য, ২০২৩ সালে উদয়পুরে রাজকীয় আয়োজনে বিয়ে করেন রাঘব ও পরিণীতি। গত বছরের ১৯ অক্টোবর তাদের ঘর আলো করে আসে পুত্রসন্তান 'নীর'।

আইপিএলে প্রথম সেঞ্চুরি! ধোনিহীন চেন্নাইকে একার কাঁধে জেতালেন সঞ্জু!

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ধোনি নেই, তাতে কী? সঞ্জুর ব্যাটে দুরন্ত জয় পেল চেন্নাই সুপার কিংস। ৪ ম্যাচ খেলে প্রথম জয় পেল সিএসকে। সেঞ্চুরি করল সঞ্জু স্যামসন। করলেন ৫৬ বলে ১১৫ রান। মারলেন ১৫টি বাউন্ডারি ও ৪টি ছয়। এই নিয়ে আইপিএলে চার নম্বর শতরান করলেন সঞ্জু। করলেন এই আইপিএলের প্রথম সেঞ্চুরিও। একপ্রকার তাঁর ব্যাটে ভর করেই দিল্লি ক্যাপিটালসকে ২৩ রানে হারাল সিএসকে।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে দুর্দান্ত ফর্মে থাকলেও আইপিএলে একদমই ফর্মে ছিলেন না সঞ্জু। আগের ৩ ম্যাচে আসেনি একটিও হাফ সেঞ্চুরি। সেখানেই দিল্লির বিরুদ্ধে অনবদ্য শতরান করলেন সঞ্জু। তাঁকে যোগ্য সঙ্গত দিলেন আয়ুষ মাত্রেও। তাঁদের ব্যাটে ভর করেই সিএসকে প্রথমে ব্যাট করে তুলেছিল ২১২ রান। ৩৬ বলে ৫৯ রান করে রিটায়ার্ড হার্ট হলেন আয়ুষ। চেন্নাই বনাম আরসিবি ম্যাচেও আরসিবির বিরুদ্ধে অর্ধশতরানের ইনিংস খেলেছিলেন আয়ুষ। তবে দিল্লির পাথুম নিশঙ্কা তাঁর ক্যাচ না ফেললে হয়ত সেঞ্চুরির আগেই আউট হয়ে যেতেন সঞ্জু। তবে শেষমেষ তিনি শতরান করলেন ও চেন্নাইকে প্রথম জয় এনে দিলেন।

আইপিএলে গতকালও খেললেন না এমএস ধোনি। তাঁর কাফ মাসলের চোট এখনও সারেনি। সম্ভবত কেকেআরের বিরুদ্ধে মাঠে দেখা যেতে পারে ধোনিকে, এমনই খবর শোনা যাচ্ছে। ম্যাচ জিতে সঞ্জু বললেন,”যেভাবে চেন্নাই ফ্র্যাঞ্চাইজি আমার উপর ভরসা রেখেছে, আমি সত্যিই আপ্লুত। অন্য দলের হয়ে আইপিএল খেলা আমার ক্ষেত্রে চাপের হলেও আমি মানিয়ে নিয়েছি এই পরিস্থিতির সঙ্গে। আমরা মাত্র ৫০ সেকেন্ডের মিটিং করেছি আজ ম্যাচের আগে, এটাই প্রমান করে আমাদের দলের খেলোয়াড়দের মানসিক স্থিতি কোন জায়গায় ছিল। এর সঙ্গে বলতেই হয়,বেসিকের কথা। কোন বলে কখন শট মারতে হবে, ক্রিকেট সম্বন্ধে বেসিক জ্ঞান না থাকলে বলা সম্ভব নয়।”

অধিনায়ক রুতুরাজ গায়কোয়াড় গতকালও ব্যর্থ হলেন। করলেন ১৮ বলে ১৫ রান। শিবম দুবে অপরাজিত ছিলেন ১০ বলে ২০ রানে। চেন্নাইয়ের দেওয়া ২১৩ রানের লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করতে নেমে পাওয়ারপ্লে থেকেই উইকেট হারাতে শুরু করে দিল্লি। ওপেনার নিশঙ্কা করলেন ৪১, রাহুল ১৮, সমীর রিজভী ৬, অধিনায়ক অক্ষর করলেন ১। দিল্লির হয়ে ট্রিস্টান স্টাব্স (৬০) একা লড়লেও দিল্লির হয়ে ২১৩ রানের পাহাড় চড়া সম্ভব হয়নি। তারা অল আউট হয়ে গিয়েছে ১৮৯ রানেই। ৪ ওভার হাত ঘুরিয়ে মাত্র ১৮ রান দিয়ে ৪ উইকেট নিয়েছেন জেমি ওভারটন। এই জয়ের ফলে যদিও বা পয়েন্ট টেবিলে বিশেষ ফারাক হয়নি। ৪ নম্বরে রয়েছে দিল্লি ও ৯ নম্বরে সিএসকে। আগামী মঙ্গলবার নাইট রাইডার্সের বিরুদ্ধে নামবেন রুতুরাজরা। সিএসকে ম্যানেজমেন্ট আশা করছে, সেই ম্যাচে খেলবেন এমএস ধোনি।

ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষে ফ্রান্স

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ফিফার মার্চ মাসের আন্তর্জাতিক উইন্ডো শেষ হওয়ার পর বুধবার প্রকাশিত নতুন র‍্যাঙ্কিং তালিকায় শীর্ষে উঠে এসেছে ফ্রান্স। রিয়েল-টাইম পয়েন্টস আপডেট সিস্টেমে এবার ফ্রান্সের জয় ও ধারাবাহিক পারফরম্যান্স তাদের বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে এক নম্বর স্থানে উন্নীত করেছে।

ফ্রান্স ব্রাজিল ও কলম্বিয়ার বিরুদ্ধে জয়ী হয়ে শীর্ষে ওঠার পথে স্পেনকে পিছনে ফেলে দিয়েছে, যা মিসরের সঙ্গে ড্রয়ের কারণে স্পেনের অবস্থান নেমে যাওয়ার কারণ হয়েছে।

অন্যদিকে, কার্লো আনচেলত্তির নেতৃত্বাধীন ব্রাজিল ক্রোয়েশিয়াকে হারালেও নতুন র‍্যাঙ্কিংয়ে ষষ্ঠ স্থানে নেমেছে। তবে লাইভ আপডেটে কিছু সময়ের জন্য তারা ফ্রান্সের কাছে হেরে সপ্তম অবস্থানে ছিল। ক্রোয়েশিয়ার বিপক্ষে ৩-১ গোলের জয় ও ইকুয়েডরের সঙ্গে নেদারল্যান্ডসের ড্রয়ে ব্রাজিল আবার ছয় নম্বরে ফিরে এসেছে।

পর্তুগাল পাঁচ নম্বরে অবস্থান করছে। মৌরিতানিয়া ও জাম্বিয়াকে হারানো সত্ত্বেও আর্জেন্টিনা এক ধাপ নেমে তৃতীয় স্থানে আছে।

বিশ্বকাপের স্বপ্নভঙ্গ, উয়েফার নিয়ম নিয়ে প্রশ্ন তুলল ইতালি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বিশ্বকাপে টানা তিনবার ব্যর্থ হওয়ায় চরম হতাশায় ভুগছে চারবারের চ্যাম্পিয়ন ইতালি। শেষ পর্যন্ত আজ্জুরিরা এইবারও দর্শকের ভূমিকায় থাকবেন। প্লে-অফের ফাইনালে বসনিয়া ও হার্জেগোভিনার কাছে পেনাল্টিতে হেরে বিশ্বমঞ্চের পথ বন্ধ হওয়ায় দলের কর্মকর্তা ও সমর্থকদের মধ্যে ক্ষোভ তুঙ্গে।

ইতালির হতাশা শুধু ফলাফলের কারণে নয়; উয়েফার নির্দিষ্ট নিয়ম তাদের ক্ষোভকে আরও দ্বিগুণ করেছে। গ্রুপপর্বে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করে ১৮ পয়েন্ট সংগ্রহের পরও পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে উঠতে পারেনি জেন্নেরো গাত্তুসোর দল। নরওয়ের কাছে হারের কারণে ফাইনালে পৌঁছালেও, বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে গ্রুপে অনেক শক্তিশালী দলের তুলনায় বেশি পয়েন্ট থাকা সত্ত্বেও বিদায় নিতে হয়েছে ইতালিকে।

বিশেষ করে ইউরোপের মাঠে সুইডেনের ‘বিতর্কিত’ যোগ্যতা অর্জন ইতালির ক্ষোভ আরও বাড়িয়েছে। গ্রুপপর্বে একটিও ম্যাচ জেতা হয়নি সুইডেনের, তবু নেশন্স লিগের মাধ্যমে তারা প্লে-অফে পৌঁছে ফাইনালে পোল্যান্ডকে হারিয়ে বিশ্বকাপের টিকিট নিশ্চিত করেছে।

ইতালি ফুটবল কর্মকর্তারা অভিযোগ করেছেন, ইউয়েফার এই ফরম্যাটে ধারাবাহিক পারফরম্যান্সের তুলনায় কিছু পথকে অযৌক্তিকভাবে বেশি সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। সামাজিক মাধ্যমে সমর্থকরা তাদের ক্ষোভ প্রকাশ করে লিখেছেন,'এটা বোঝার বাইরে, এমন পারফরম্যান্স করেও কেউ বাদ পড়ে, আবার কেউ এমন ফল নিয়ে বিশ্বকাপে চলে যায়।'

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329 and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR